মেহেরপুরে জাতীয় সমাজসেবা দিবস পালিত

মেহেরপুরে জাতীয় সমাজসেবা দিবস ২০২৩ পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে আলোচনা সভা, র্যালী, সহায়ক উপকরন ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

সোমবার সকাল ১১ টার দিকে মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমী মিলনাতনে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কাজী কাদের মোঃ ফজলে রাব্বির সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক মৃধা মোহাম্মদ মোজাহিদুল ইসলাম।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তর আয়োজিত আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন,জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাড. আব্দুস সালাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আজমল হোসেন।

এছাড়াও গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, মেহেরপুর জেলা বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষনা পরিষদের সভাপতি প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক বক্তব্য রাখেন।

আলোচনার পরে জাতীয় সমাজসেবা দিবস উপলক্ষে ৫০ জন প্রতিবন্ধীদের মাঝে শীতবস্ত্র, সহায়ক উপকরন ও সমাজসেবা দপ্তরের কর্মকর্তাদের মাঝে সম্মাননা ক্রেস্ট,পুরস্কার,সুবর্ণ কাট ও মোটরসাইকেল প্রদান করা হয়।

আলোচনার আগে জাতীয় সমাজসেবা দিবস ২০২৩ উপলক্ষে একটি র্যালী বের করা হয়। র্যালীটি জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বর থেকে শুরু করে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিন করে জেলা শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণে শেষ হয়।

কোটচাঁদপুরে জাতীয় ও সংহতি দিবস পালিত

৭ই নভেম্বরের চেতনায় জাগ্রত হোক গণতন্ত্র ও মানুষের ভোটের অধিকারের সংগ্রাম এ শ্লোগানে কোটচাঁদপুরে বিএনপি পালন করেছেন জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস। সোমবার বিকালে স্থানীয় মেইনবাসস্ট্যান্ডের দলীয় কার্যালয়ে দিবসটি পালিত হয়।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন, উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি মিজানুর রহমান লাবলু। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত আলী,জেলা কমিটির প্রশিক্ষন বিষয়ক সম্পাদক মোস্তফা সাঈদ,জেলা বিএনপির সদস্য আশরাফ আলী, ফরিদ আহম্মেদ,উপজেলা বিএনপির নেতা মোহাম্মদ আলী,সাইফুর রহমান মিন্টু,রফিকুল ইসলাম,উপজেলা যুব দলের আহবায়ক আশরাফুজ্জামান খান মুকুল। সভা সঞ্চালনা করেন উপজেলা বিএনপির দপ্তর সম্পাদক শহিদুল ইসলাম ভুইয়া।

ঝিনাইদহে জাতীয় সমবায় দিবস পালিত

‘বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে ৫১তম জাতীয় সমবায় দিবস পালিত হয়েছে।

জেলা সমবায় বিভাগের আয়োজনে শনিবার সকালে পুরাতন ডিসি অফিস থেকে একটি র্যালি বের হয়। র্যালিটি শহর প্রদক্ষিন করে জেলা শিল্পকলা একাডেমীতে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা।

কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের সভাপতি সাইদুল করিম মিন্টুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মনিরা বেগম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আশিকুর রহমান, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এসএম শাহীন, জেলা সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি মিজানুর রহমান ও জেলা সমবায় অফিসার জাফর ইকবাল।

বক্তারা, দেশের উন্নয়নে আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সমবায় পরিচালিত করার আহ্বান জানান। সেই সাথে সমবায়ের নামে সুদ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারি দেন।

ঝিনাইদহে জাতীয় সংবিধান দিবস পালিত

ঝিনাইদহে জাতীয় সংবিধান দিবস পালিত হয়েছে। জেলা প্রশাসনের আয়োজনে শুক্রবার সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে একটি র্যালী বের করা হয়।

র্যালীটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিন করে। এরপর জেলা প্রশাসনের সম্মেলন কক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সেলিম রেজা’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক মনিরা বেগম, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক ইয়ারুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আবুল বাশার, সরকারি কৌসুলী বিকাশ কুমার ঘোষ, জেলা তথ্য অফিসার আবু বক্কর সিদ্দিক, জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি মিজানুর রহমান, পরিবেশবিদ মাসুদ আহম্মেদ সঞ্জু ও এ্যাড. সালমা ইয়াছমিন বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা, দেশের মানুষের অধিকার বাস্তবায়নে সর্বস্তরে সংবিধানের সঠিক চর্চা ও জনগণকে সংবিধান সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার আহবান জানান।

কুষ্টিয়ায় জাতীয় সংবিধান দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

জাতীয় সংবিধান দিবস উপলক্ষে কুষ্টিয়ায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার সকালে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলামের সভাপতিত্বে আলাচনা সভায় বক্তব্য রাখেন স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক আরিফুজ্জামান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) সিরাজুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবু রাসেল, বিজ্ঞ জিপি এ্যাড. আসম আক্তারুজ্জামান মাসুম, মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের সাবেক কমান্ডার হাজী রফিকুল আলম টুকু, কুষ্টিয়া পাবলিক লাইব্রেরির সদস্য সচিব বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক দৈনিক কুষ্টিয়ার সম্পাদক ড. আমানুর আমান, কুষ্টিয়া প্রেসক্লাবের (কেপিসি) সভাপতি রাশেদুল ইসলাম বিপ্লব প্রমুখ।

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম তার বক্তব্যে বলেন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন। এটি একটি লিখিত দলিল। সংবিধান দেশের সর্বোচ্চ আইন, দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে সর্বদা সংবিধানকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। সংবিধানের মর্যাদা সমুন্নত রাখতে সকলকে সচেষ্ট থাকতে হবে এবং বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে কাজ করে যেতে হবে।

সভায় বক্তারা বলেন, পৃথিবীতে যত সংবিধান হয়েছে তার মধ্যে বাংলাদেশের সংবিধান অন্যতম। আর এই সংবিধানকে সমুন্নত রাখার দায়িত্ব সকলের।

বক্তারা আরও বলেন, ৪ নভেম্বর বাঙালি জাতির এক ঐতিহাসিক দিন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে দীর্ঘ ২৩ বছরের রাজনৈতিক সংগ্রাম ও ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয়ের মাত্র ১১ মাসের মধ্যে এদিনে গৃহীত হয়েছিল বাঙালি জাতির অধিকারের দলিল, বহুল আকাঙ্ক্ষিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।

সরকারের কর্মচারীরাই সংবিধানের ধারক ও বাহক হিসেবে উল্লেখ করে সকলকে নিষ্টার সাথে দায়িত্ব পালনের আহবান জানান বক্তারা।

অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট নাসরিন আক্তার বানু, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) শারমিন আক্তার, জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মুরাদ হোসেন, জেলা মহিলা বিষয়ক অফিসার নূরে সফুরা ফেরদৌস, কুষ্টিয়া সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সাধন কুমার বিশ্বাস, সহকারী কমিশনার ভূমি দবির উদ্দিন, কুষ্টিয়া প্রেসক্লাবের দপ্তর সম্পাদক এম লিটনউজ্জামান, সাপ্তাহিক প্রভাষণ পত্রিকার সম্পাদক আক্তারুজ্জামান মৃধা পলাশ, দৈনিক দেশের বানী পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক এসএম জামালসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গত, ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর গণপরিষদে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ‘সংবিধান বিল’ হিসেবে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত ও অনুমোদিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন। সংবিধান প্রণয়নের সুবর্ণজয়ন্তীতে ৪ নভেম্বরকে ‘জাতীয় সংবিধান দিবস’ হিসেবে ঘোষণা করেছে সরকার। এবার থেকে প্রতি বছর ৪ নভেম্বর ‘জাতীয় সংবিধান দিবস’ হিসেবে পালিত হবে।

ঝিনাইদহে জাতীয় যুব দিবস পালিত

‘প্রশিক্ষিত যুব, উন্নত দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে জাতীয় যুব দিবস পালিত হয়েছে।জেলা প্রশাসন ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আয়োজনে মঙ্গলবার সকালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যালয়ের সামনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও পায়রা অবমুক্ত করে দিবসের উদ্বোধন করা হয়। সেখানে গাছের চারা রোপন করা হয়।
পরে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা। আলোচনা সভায় যুব উন্নয়নের উপপরিচালক মোঃ রিয়াজুল আলম খানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সেলিম রেজা। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আনোয়ার সাইদ, জেলা

তথ্য অফিসার আবুবক্কর সিদ্দীক, জেলা সমাজ সেবার কার্যলয়ের উপপরিচালক আব্দুল লতিফ শেখ,উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা আনিচুর রহমানসহ অন্যান্যরা।
বক্তারা বলেন, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়তে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে উদ্ভাবনী ও উৎপাদনমুখী কর্মে যাওয়ার জন্য যুবদের আহ্বান জানান। আলোচনা সভা শেষে প্রশিক্ষিত যুবদের মাঝে সনদপত্র ও যুবঋণের চেক বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুরে জাতীয় যুব দিবস পালিত

“প্রশিক্ষিত যুব, উন্নত দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ” এ প্রতিপাদ্যে মেহেরপুরে পালিত হয়েছে জাতীয় যুব দিবস। দিবসটি উপলক্ষে আজ সকাল সাড়ে ৯ টার সময় জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অফিস থেকে একটি শোভাযাত্রা বের করা হয়।

জেলা পরিষদের নব-নির্বাচিত চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আব্দুস সালামের নেতৃত্ব শোভাযাত্রা টি মেহেরপুর-কুষ্টিয়া প্রধান সড়ক প্রদক্ষিন শেষে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আশরাফুজ্জামান ভূঁইয়া, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিরুল ইসলাম, জেলা যুব উন্নয়নের দপ্তরের উপ-পরিচালক কে এম জাহিদ হোসেন, জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক, এস এম ওবায়দুল বাশার, কো-অর্ডিনেটর লক্ষন বাহাদুর, সদর উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা বিপ্লব কুমার কুন্ডু সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ শোভাযাত্রায় অংশ নেয়।

পরে যুব ভবনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গায় জাতীয় যুব দিবস পালিত

প্রশিক্ষিত যুব, উন্নত দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ এই প্রতিপাদ্য কে সামনে নিয়ে চুয়াডাঙ্গায় পালিত হয়েছে জাতীয় যুব দিবস ২০২২ পালন করা হয়েছে।

জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে সকাল সাড়ে দশটার সময় এই দিবস উপলক্ষে যুব র্যালি আলোচনা সভা যুব ঋণের চেক বিতরণ করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মাসুদ আহমেদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান।

চুয়াডাঙ্গা জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষে প্রধান অতিথির বক্তব্যে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান বলেন, ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত দেশে পরিণত হবে আর এই আগ্রযাএার প্রধান কান্ডি এই যুব সমাজ। যুব সমাজ একটি দেশের প্রাণশক্তি। তরুণরাই দেশকে উন্নত অবস্থানে নিয়ে যেতে পারে। মাদক ও জঙ্গিবাদ যেন যুবসমাজকে বিপথগামী না সেদিকে নজর দেওয়ার জন্য বিশেষ ভাবে লক্ষ রাখতে হবে।

তিনি আরও বলেন, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর বিভিন্ন ট্রেডে যুবক ও যুব মহিলাদের প্রশিক্ষণ দেয়। সময়ের সঙ্গে প্রশিক্ষণে প্রোগ্রামিং ও ফ্রিল্যান্সিংয়ের মতো আধুনিক বিষয় যুক্ত হয়েছে।

জাতীয় যুব দিবসে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবু তারেক, চুয়াডাঙ্গা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ মোছাব্বেরুর জামান, চুয়াডাঙ্গা এনএসআই ডিডি জামিল সিদ্দিক, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের নেজারত ডেপুটি কালেক্টর শেখ সাদাত হোসেন, চুয়াডাঙ্গা প্রেস ক্লাবের সভাপতি সরদার আল আমিন সহ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণার্থী উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভা শেষে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ও চুয়াডাঙ্গায় জাতীয় যুব দিবসের প্রধান অতিথি মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান বিভিন্ন

ট্রেডের ছাএ-ছাএীদের মাঝে যুব ঋণের চেক বিতরণ করেন।

জীবননগরে জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস পালিত

‘আইন মেনে সড়কে চলি, নিরাপদে ঘরে ফিরি’ প্রতিপাদ্য বিষয়ৃ নিয়ে চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলায় জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস পালিত হয়েছে।

এ উপলক্ষে আজ শনিবার জীবননগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে র্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

সকাল ১০ টার সময় উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে উপজেলা প্রশাসন সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) তিথি মিত্র।

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন- জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী মো. হাফিজুর রহমান, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েশা সুলতানা লাকি, উপজেলা অতিরিক্ত কৃষি কর্মকর্তা মো. আলমগীর হোসেন, সাংবাদিক সালাউদ্দীন কাজল, মিথুন মাহমুদ, মাইক্রোবাস চাকল মো. প্রদীপ, সিএনজি চালক হাবিবুর রহমান হবি প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বলেন, দুর্ঘটনা প্রতিরোধে যানবাহন মালিক, যানবাহনের চালক, যাত্রী ও পথচারীদের যার যার অবস্থান থেকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। কিশোর বাইকারদের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা, নিরাপদ পথচারী চলাচল নিশ্চিত করতে ফুটপাত দখলমুক্ত করা ও জেব্রা ক্রসিংয়ের ব্যবস্থা করা, শহরে ইজিবাইকের নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহনের মাধ্যমে নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করা হবে।

অনলাইন জুয়ার এজেন্ট শামিমকে নিম্ম আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ

অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট শামিম রেজা ওরফে শামিমকে ৬ সপ্তাহের মধ্যে মেহেরপুর চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে উচ্চ আদালতের একটি বেঞ্চ।

গত ১১ অক্টোবর উচ্চ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চের বিচারক বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম ও বিচারপতি মো: খায়রুল আলম এ আদেশ দেন। একই সঙ্গে এই ৬ সপ্তাহের মধ্যে তাকে গ্রেফতার বা হয়রানি না করার জন্য পুলিশকেও নির্দেশ দিয়ে অন্তবর্তীকালীন জামিন দিয়েছেন আদালত।

শামিম রেজা গ্রেফতার এড়াতে গত ১১ অক্টোবর উচ্চ আদালতের আইনজীবী গোপাল চন্দ্রর মাধ্যমে জামিন আবেদন করেন।

শামিম রেজা মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রামের বিলু সর্দারের বড় ছেলে। তিনি রাশিয়ান ভিত্তিক অনলাইন জুয়া সাইট লাইন বেটের মাস্টার এজেন্ট।

এর আগে চলতি বছরের ২৫ আগস্ট শামিম রেজার বিরুদ্ধে অনলাইন জুয়ার মাধ্যমে অবৈধ লেনদেনের অভিযোগে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর ৩০(২)/৩৫ ধারায় মুজিবনগর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন মেহেরপুর পুলিশের সাইবার অপরাধ বিভাগ। মামলায় শামিমসহ আরো ১৫ জনকে আসামি করা হয়।

মামলার অন্য আসামিরা হলেন-গোপালপুর গ্রামের আমিরুল ইসলামের ছেলে শিশির বিশ্বাস, নুরুপুরের বিল্লাল গড়াইয়ের ছেলে দিপু, কোমরপুর গ্রামের আনারুল মিয়ার ছেলে রুবেল, টঙ্গীর শরিফের ছেলে মো: পলাশ, মুজিবনগরের শিবপুরের মৃত শাহাজুলের ছেলে বিজয়, একই গ্রামের জিনারুলের ছেলে লিপু গাজী, মোনাখালী গ্রামের আজহারুলের ছেলে মিলন, সাইদুর রহমান খোকনের ছেলে সাগর, কোমরপুর গ্রামের বাশার বিশ্বাসের ছেলে সজীব, ভাটপাড়া গ্রামের মৃত সিরাজ মণ্ডলের ছেলে বাবু, মেহেরপুর শহরের স্টেডিয়াম পাড়ার বখতিয়ার মাস্টারের ছেলে রুবেল, গাংনীর গাড়াডোব গ্রামের মৃত কিয়াম উদ্দিনের ছেলে আনোয়ার।

গত ১৩ অক্টোবর মেহেরপুর প্রতিদিনে ‘অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট শামিম অধরা’ শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়।

জানা গেছে, তিন বছর আগে বাবার ছোট রাইস মিল চালিয়ে কোনমতে সংসার চালাতেন শামিম রেজা। হঠাৎ করে আলাদিনের চেরাগ হাতে পেয়ে বনে গেলেন কোটিপতি। কোটি টাকা খরচ করে গড়ে তুলেছেন হার্ডওয়ার ব্যবসা। যেভাবে পাইলিং দিয়ে ভবন তৈরি করছেন তাতেও খরচ হচ্ছে কোটি টাকার উপরে। ছোট ভাইকে রাজধানীর একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান। মোটরসাইকেলে নতুন মডেল আসলেও সেটি হতে হয় শামিম ও তার ছোট ভাই সোহাগ রানার জন্য। বর্তমানে দুই ভাই দুটি ইয়ামাহা ব্র্যাণ্ডের আরওয়ানফাইভ মোটরসাইকেল ব্যবহার করেন। এলাকাতে কয়েক বিঘা জমিও কিনেছেন।

বর্তমানে তিনি কক্সবাজারের ফাইভ স্টার হোটেল ‘সাইমান’ এ অবস্থান করছেন বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। উচ্চ আদালত থেকে ৬ সপ্তাহের অন্তবর্তীকালীন জামিন পেয়ে ফুরফুরে মেজাজে সময় কাটাচ্ছেন। সাথে আছেন তার শিষ্য দিলিপ হালদারসহ কয়েকজন এজেন্ট। বর্তমানে কত টাকার মালিক তিনি তা কেউ জানে না। তার ছোট ভাই সোহাগ রানা মাঝে মাঝেই বিভিন্ন দেশে ঘুরতে যান। আর সকল কিছুই এসেছে অনলাইন জুয়ার দৌলতে। অনলাইন জুয়ার মাস্টার এজেন্ট হিসেবে যে কয়জন রয়েছেন শামিম রেজা তাদের একজন। তিনি নিজেই চালান একাধিক এজেন্ট চ্যানেল। খবর রয়েছে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে তিনি এগুলো পরিচালনা করছেন।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, শামিম রেজা করোনার প্রথম দিকে ওয়ান এক্স বেটে কাজ করলেও পরবর্তিতে রাশিয়ান কোম্পানী লাইনবেট কোম্পানীর সাথে যোগাযোগ করে একাই শুরু করেন অনলাইন জুয়ার ব্যবসা। কয়েকটি এজেন্ট নিয়ে কাজে লাগান বেশ কয়েকজন যুবককে। তার এজেন্ট হিসেবে কাজ করে ইতোমধ্যে পুলিশের কাছে আটক হয়েছে নিমাই হালদার, প্রসেনজিৎ হালদার, সুমন আলী ও সুমন নামের চার যুবক। নিমাই হালদার, সুমন আলী ও সুমন আদালতে শামিম রেজার হয়ে কাজ করেন বলে স্বাকারোক্তিও দিয়েছেন। প্রসেনজিৎ হালদার আদালতে স্বীকারোক্তী না দিলেও অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত একাধিক সূত্র তাকে শামিমের এজেন্ট বলে নিশ্চিত করেছেন।

অনুসন্ধানে আরো জানা গেছে, শামিম রেজা এজেন্ট হয়ে কাজ করেন তার ছোট ভাই সোহাগ রানা, নিমাই হালদারের চাচাত ভাই দিলিপ হালদার, কোমরপুর গ্রামের আজিবার আলীর ছেলে শিপলু রানা, কুদ্দুস আলীর ছেলে আকাশ আলী। তবে অনলাইন জুয়ার সংবাদ প্রকাশ হওয়া ও পুলিশের

অভিযান শুরু হলে সকলেই এলাকা থেকে গা ঢাকা দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

এজাহার থেকে জানা গেছে, শামিম রেজা পুলিশের এজাহার ভুক্ত অনলাইন জুয়ার অন্যতম আসামি। মামলার প্রধান আসামি বদুরুদ্দোজা রয়েলকে আটকের পর তার স্বীকারোক্তীতে শামিম রেজাসহ আরো ১৫ জনের নাম করে পুলিশের কাছে।

শুধ শামিম রেজা নয়, “অনলাইন জুয়ার দূর্গ” ক্যাটাগরি নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন ধারাবাহিকভাবে অনলাইন জুয়ার সাথে মাস্টার এজেন্টদের (রাঘববোয়াল) কার্যক্রম নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করে আসছে। সংবাদে ইতোমধ্যে প্রায় অর্ধশতাধিক অনলাইন জুয়ার নাম ও পরিচয় উঠে এসেছে। ক্রমান্বয়ে বাকিদের অনলাইন জুয়ার কার্যক্রম নিয়ে সংবাদ প্রকাশ হবে। যার অংশ হিসেবে মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধান অব্যহত রয়েছে। মেহেরপুর প্রতিদিনে ধারাবাহিকভাবে সংবাদ প্রকাশ হওয়ার কারণে উঠেপড়ে লেগেছে পুলিশ প্রশাসন। এছাড়ার সরকারের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান অনলাইজ জুয়ারিদের নজরদারিতে রেখেছে বলে মেহেরপুর প্রতিদিনের কাছে সংবাদ রয়েছে।

জানা গেছে, বিট কয়েন বা ডিজিটাল মুদ্রার (ক্রিপ্টোকারেন্সি) মাধ্যমে অনলাইনে জুয়া খেলা হয়। অবৈধ পন্থায় ডিজিটাল মুদ্রা কেনাবেচার লেনদেনে দুই বছরে বছরে প্রায় ১০ থেকে ১২ হাজার কোটি টাকা পাচার হয়েছে বলে অনুমান করছে সরকারের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। রাশিয়াসহ বেশ কয়েকটি দেশে এই টাকা পাচার হয়েছে বলে জানান সংস্থ্যাগুলো। আর অনলাইন জুয়ার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হচ্ছে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রাম। যে গ্রাম থেকেই নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে পুরো দেশকে।

রাশিয়া থেকে পরিচালিত এসব অনলাইন জুয়ার সাইট ও অ্যাপস তাদের এজেন্টদের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে মেহেরপুর জেলা শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যায়ে । এসব জুয়ার সাইট ও অ্যাপস ভার্চুয়ালি জুয়া খেলায় একেকটি এজেন্টের মাধ্যমে মাসে ৩ থেকে ৪ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে।

এর মধ্যে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি), সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টেগেশন সেল ইতোমধ্যে ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে। ইতোমধ্যে জেলার অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত জুয়াড়িদের একটি তালিকাও প্রস্তুত করেছে পুলিশ। অনলাইন জুয়া বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতেও তারা

কাজ শুরু করেছেন।
পুলিশের একটি সুত্রটি জানায়, মেহেরপুর জেলার অনলাইন জুয়ার এই চক্রটির মাধ্যমে প্রতিমাসে ৩৮০ থেকে ৪০০ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হচ্ছে। সে হিসেবে বছরে হাজার হাজার কোটি টাকার বেশি অর্থ পাচার হচ্ছে। যেটি অবৈধভাবে হুন্ডির মাধ্যমে যাচ্ছে বিদেশে।

জানা গেছে, মেহেরপুর জেলা থেকে দুই শতাধিক এজেন্ট অনলাইন জুয়া সাইটের মাধ্যমে রাশিয়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাচার করছেন প্রায় ৪০০ কোটি টাকা। আর এই অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত মেহেরপুরের সরকার দলীয় কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতা সরকার সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের কয়েকজন শীর্ষ নেতা, স্কুল ও কলেজের কয়েকজন শিক্ষক, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন শ্রেনীর প্রায় দুই শতাধিক ব্যক্তি।

পড়ুন ধরাছোঁয়ার বাইরে অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা মুকুল-জামান-নুরুল-মাদার
কয়েকজন পুলিশ কর্মকর্তা, কিছু রাজনৈতিক নেতা এবং কয়েকজন সাংবাদিক নিয়মিত মাসোহারা নেন অনলাইন জুয়াড় সাথে জড়িত ছিলেন এজেন্টদের সাথে। তাদের মাসোহারা দিয়ে দেদারছে জুয়া খেলে কোটি বনে যাচ্ছেন এসব এজেন্টরা। আর পথে বসছেন হাজার হাজার তরুণসহ জুয়া খেলার জড়িত ব্যক্তিরা। মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানীতে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। তবে মেহেরপুর প্রতিদিনে ধারাবাহিক সংবাদ প্রকাশের পর তাদের মাসোহারা বন্ধ হয়ে গেছে। তাদেরও কপালেও দুশ্চিন্তার ভাঁজ দেখা দিয়েছে।

পড়ুন মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরেক এজেন্ট সাদ্দাম আটক

অনুসন্ধানে জানা গেছে, সঠিক নজরদারি না থাকায় অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে প্রতিদিনই কোটি টাকা পাচার হচ্ছে দেশের বাহিরে। এতে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষতির পাশাপাশি বিপথে যাচ্ছেন তরুণ ও যুবকরা। এক মাসে একটি সিম (এজেন্ট) থেকে লেনদেন হচ্ছে কোটি টাকার উপরে। জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ও সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টেগেশন সেল যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে ইতোমধ্যে মুজিবনগর উপজেলার কয়েকজনকে আটক করে তাদের স্বীকারোক্তিতে এসব তথ্য জানতে পেরেছে।

পড়ুন মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার মাস্টারমাইণ্ড প্রসেনজিৎ সহযোগীসহ আটক

অনলাইন জুয়া নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানি টিমের

অনুসন্ধানে নতুন নতুন এজেন্টদের খবর পাওয়া যাচ্ছে। রাতারাতি কোটিপতি বনে যাওয়া এসব অনলাইন জুয়ার হোতাদের দৌরাত্মে নি:স্ব হচ্ছে বহু তরুণ। খুব সহজেই অঢেল টাকার মালিক বনে যাওয়ায় তারা কাউকেও পরোয়া করছেন না। এখনো যারা ধরা পড়েননি বা যাদের নাম সংবাদে আসেননি তারা বুক ফুলিয়ে অনলাইন জুয়ার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে অনলাইন জুয়ার আদ্যপান্ত জানতে মেহেরপুর প্রতিদিননের সঙ্গেই থাকুন। ধারাবাহিকভাবে মেহেরপুর প্রতিদিন পাঠকদের সামনে অনলাইন জুয়ার সংবাদ তুলে ধরা হবে।(চলবে…)